তৃতীয় শ্রেণি ● ইসলাম শিক্ষা ● অধ্যায়ভিত্তিক কাজের সমাধান

অধ্যায়—১: স্রষ্টা ও সৃষ্টি

১। সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও:

(ক) বিশ্বজগৎ কে সৃষ্টি করেছেন?
১. নবি-রাসুলগণ
৩. ফেরেশতাগণ
২. মহান আল্লাহ√
৪. কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই

খ) 'ইমানে মুজমাল' অর্থ কী?
১. বাণী
৩. ইবাদত
২. আমল
৪. ইমানের সংক্ষিপ্ত রূপ√

গ) ইবাদত আমাদেরকে কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করে?
১. মানুষের আনুগত্য করতে
২. ফেরেশতার আনুগত্য করতে
৩. জিনদের আনুগত্য করতে
৪. মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে√

ঘ) হজ আদায় করা কী?
১. ফরজ√ ২. ওয়াজিব
৩. সুন্নত ৪. মুস্তাহাব

ঙ) রুকুর তাসবিহ কী?
১. সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা
২. সুবহানা রাব্বিয়াল আ'জীম√
৩. সুবহানাল্লাহ
৪. আলহামদুলিল্লাহ

চ) কোনটি পবিত্র কুরআনের ভাষা?
১. ফারসি ২. উর্দু
৩. আরবি√ ৪. ইংরেজি

ছ) আরবি ভাষায় বর্ণ কয়টি?
১. ২৭টি ২. ২৮টি
৩. ২৯টি√ ৪. ৩০টি

জ) আরবি ভাষায় হরকত কয়টি?
১. ২টি ২. ৩টি√
৩. ৪টি ৪. ৫টি

ঝ) আসমানী কিতাব সর্বমোট কয়টি?
১. ১০৪টি√ ২. ১০৫টি
৩. ১০৬টি ৪. ১০৭টি

ঞ) সর্বশেষ আসমানী কিতাবের নাম কী?
১. তাওরাত ৩. ইঞ্জিল
২. যবুর ৪. কুরআন√

২। শূন্যস্থান পূরণ:

ক. জাকাত প্রদানের মাধ্যমে **গরীবের** হক আদায় হয়।
খ. পবিত্রতা **ইমানের** অঙ্গ।
গ. ওজুর ফরজ **চার** টি।
ঘ. সালাত সর্বপ্রকার **অশ্লীল** কাজ থেকে বিরত রাখে।
ঙ. আরবি ২৯টি হরফের মধ্যে **১৪টি** হরফে কোনো নুকতা নেই।
চ. পবিত্র কুরআন আমাদের জন্য উপকারী **নির্দেশনা** প্রদান করে।
ছ. হজরত ঈসা (আ.) এর ওপর **ইঞ্জিল** নাজিল হয়।
জ. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সকল কাজে **কুরআনের** বিধান অনুসরণ করব।

৩। দাগ টেনে মিল করি:

বাম পাশের অংশ	ডান পাশের অংশ
আমরা সৃষ্টিজগতের শৃঙ্খলা দেখে	প্রাপ্য গরীবের হক।
ইমান শব্দের অর্থ হলো	ডান দিক থেকে বাম দিকে পড়তে হয়।
যাকাত ধনীদের নিকট থেকে	হরকত শিখতে হয়।
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে	একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান বলা হয়।
আরবি হরফগুলো	আমরা শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শিখি।
পবিত্র কুরআন পড়ার জন্য	মন ভালো থাকে।
আসমানি কিতাব মোট	বিশ্বাস স্থাপন করা।
পূর্ববর্তী নবিগণের কিতাবের উপরও	আমাদের ইমান আনতে হবে।
পবিত্র কুরআনকে	মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি।
সালাতের মাধ্যমে	১০৪টি।

সমাধান:

ক. আমরা সৃষ্টিজগতের শৃঙ্খলা দেখে— মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি।
খ. ইমান শব্দের অর্থ হলো— বিশ্বাস স্থাপন করা।
গ. যাকাত ধনীদের নিকট থেকে— প্রাপ্য গরীবের হক।

ঘ. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে— মন ভালো থাকে।

ঙ. আরবি হরফগুলো— ডান দিক থেকে বাম দিকে পড়তে হয়।

চ. পবিত্র কুরআন পড়ার জন্য— হরকত শিখতে হয়।

ছ. আসমানি কিতাব মোট—১০৪টি।

জ. পূর্ববর্তী নবিগণের কিতাবের উপরও— আমাদের ইমান আনতে হবে।

ঞ. পবিত্র কুরআনকে— একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান বলা হয়।

ট. সালাতের মাধ্যমে— আমরা শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শিখি।

৪। শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয়:

ক. সৃষ্টিজগৎ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। (শুদ্ধ)

খ. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা সকল কাজই ইবাদত হিসেবে গণ্য। (শুদ্ধ)

গ. ওজু আমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে সহায়তা করে না। (অশুদ্ধ)

ঘ. রোজার মধ্যে সানা ও তাসবিহ পাঠ করতে হয়। (অশুদ্ধ)

ঙ. পূর্ববর্তী নবিগণের আসমানি কিতাবসমূহের উপর ইমান আনার প্রয়োজন নেই। (অশুদ্ধ)

জেনে রাখা ভালো:

গ. ওজু আমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে সহায়তা করে।

ঘ. নামাজের মধ্যে সানা ও তাসবিহ পাঠ করতে হয়।

ঙ. পূর্ববর্তী নবিগণের আসমানি কিতাবসমূহের উপর ইমান আনার প্রয়োজন রয়েছে।

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

ক. মুমিনের ৩টি গুণাবলি লেখ।

উত্তর: মুমিনের ৩টি গুণাবলি হচ্ছে—১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস; ২. সৎ কাজ করা এবং ৩. ধৈর্য ধারণ করা।

খ. ৫টি প্রধান ইবাদতের নাম লেখ।

উত্তর: ৫টি প্রধান ইবাদতের নাম হচ্ছে—১. ইমান বজায় রাখা; ২. সালাত আদায় করা; ৩. সাওম পালন করা; ৪. যাকাত প্রদান করা এবং ৫. হজ পালন।

গ. পবিত্রতার ৩টি উপকারিতা লেখ।

উত্তর: পবিত্রতার ৩টি উপকারিতা—১. আত্মার পরিশুদ্ধি, ২. আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং ৩. শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা।

ঘ. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম লেখ।

উত্তর: পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম—ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব এবং ইশা।

ঙ. হরকতবিহীন পাঁচটি বর্ণ লেখ।

উত্তর: হরকতবিহীন পাঁচটি বর্ণ— أ (আলিফ), و (ওয়াও), ي (ইয়া), ن (নুন), م (মিম)।

চ. সিজদাহর তাসবিহ কী?

উত্তর: সিজদাহর তাসবিহ—সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।

ছ. ফালাক শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: ফালাক শব্দের অর্থ—ভোর বা প্রভাত।

জ. হরকত কাকে বলে?

উত্তর: বর্ণের উচ্চারণ নির্ধারণকারী চিহ্নকে হরকত বলে।

ঝ. প্রধান আসমানি কিতাব কয়টি?

উত্তর: প্রধান আসমানি কিতাবক ৪টি।

ঞ. সহিফার সর্বমোট সংখ্যা কত?

উত্তর: ১০০টি।

৬। বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

ক. কীভাবে আমরা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারি তা বর্ণনা কর।

উত্তর: সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে আমরা চারপাশের প্রকৃতির প্রতি গভীর দৃষ্টি দিতে পারি। পৃথিবী, আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র, নদী, পাহাড়, গাছপালা–এসবের নিখুঁত সৌন্দর্য এবং সুষম বিন্যাস সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। মহাবিশ্বের নিয়মতান্ত্রিকতা, যেমন দিন-রাতের আবর্তন, ঋতুর পরিবর্তন, এবং গাছপালার বৃদ্ধি আমাদের জানান দেয় যে এটি কোনো সৃষ্টিকর্তার হাতেই পরিচালিত। মানব দেহের জটিল কাঠামো, যেমন হৃদপিণ্ডের কাজ, মস্তিষ্কের কার্যকলাপ, এবং দেহের সুনির্দিষ্ট কার্যপ্রক্রিয়া, সৃষ্টিকর্তার জ্ঞানের গভীরতার প্রতিফলন। পাশাপাশি মানুষের বিবেক, চেতনা ও ন্যায়-অন্যায় বোধও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

খ. দৈনন্দিন জীবনে পবিত্র থাকার উপায়গুলোর তালিকা তৈরি কর।

উত্তর: দৈনন্দিন জীবনে পবিত্র থাকার জন্য নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য আমরা নিচের তালিকাটি অনুসরণ করতে পারি—

- নামাজ আদায়ের জন্য প্রতিদিন অজু করা;
- নিয়মিত গোসল করা;
- পরিষ্কার পোশাক পরিধান করা;
- নখ কাটা, চুল পরিষ্কার রাখা;
- শরীরের অন্যান্য অংশ পরিচ্ছন্ন রাখা;
- এছাড়া মনের পবিত্রতার জন্য সৎকর্ম করা, মিথ্যা ও গীবত থেকে বিরত থাকা।

গ. সালাতের উপকারিতা বর্ণনা কর।

উত্তর: সালাতের উপকারিতা মানব জীবনে বহুমুখী। সালাত হলো মুসলিমদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। এটি আত্মিক শান্তি ও স্থিরতা প্রদান করে। সালাত মানুষকে শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন করতে শেখায়, কারণ এটি নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত আদায় করতে হয়। সালাত মানুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং নৈতিক উন্নতি সাধন করে। শারীরিক দিক থেকেও সালাতের উপকারিতা রয়েছে, কারণ এটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের

কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সালাতের মাধ্যমে একজন মুমিন তার দায়িত্ববোধ বাড়ায় এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ঘ. আরবি হরফগুলো লেখ।

উত্তরঃ আরবি হরফ **১৯**টি। নিচে আরবি ভাষার হরফগুলো হলো:

ا (আলিফ), ب (বা), ت (তা), ث (সা), ج (জিম), ح (হা), خ (খা), د (দাল), ذ (যাল), ر (রা), ز (জা), س (সিন), ش (শিন), ص (সাদ), ض (জাদ), ط (তা), ظ (জা), ع (আইন), غ (গাইন), ف (ফা), ق (কাফ), ك (কাফ), ل (লাম), م (মিম), ن (নুন), و (ওয়াও), هـ (হা), ي (ইয়া)।

এই হরফগুলো দিয়ে আরবি ভাষার বর্ণমালা গঠিত, যা পবিত্র কুরআনসহ আরবি সাহিত্যের মূল ভিত্তি।

ঙ. প্রধান চারটি আসমানি কিতাব কোন কোন নবির উপর নাজিল হয় লেখ।

উত্তরঃ আসমানি কিতাবগুলো হলো সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত ধর্মগ্রন্থ, যা মানব জাতির সঠিক পথনির্দেশনার জন্য প্রেরিত।

প্রধান চারটি আসমানি কিতাব হচ্ছে—তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এবং কুরআন।

তাওরাত—হজরত মুসা (আ.)-এর উপর নাজিল হয়;

যাবুর—হজরত দাউদ (আ.)-এর উপর নাজিল হয়;

ইঞ্জিল—হজরত ঈসা (আ.)-এর উপর নাজিল হয়; এবং

কুরআন—হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর নাজিল হয়।

এই কিতাবগুলোতে সৃষ্টিকর্তার আদেশ, নিষেধ, এবং জীবনযাপনের নিয়মাবলি বর্ণিত হয়েছে। এগুলো মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য একটি আলোকবর্তিকার মতো কাজ করে।